কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 03 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

প্রত্যাশার কাছাকাছি বরাদ্দ শিক্ষায়

শরীফুল আলম সুমন ▷

অগ্রাধিকার খাতের মধ্যে সরকার শিক্ষা খাত রাখলেও গত ১০ অর্থবছরের বাজেটে এর প্রতিফলন ছিল না। এমনকি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ার বদলে দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছিল। তবে আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট বাজেটের ১৫.৬ শতাংশ। শুধু শিক্ষা খাতে এ বরাদ্দ ১৪.৩৯ শতাংশ। নতুন অর্থবছরের এ বরাদ্দ শিক্ষাবিদসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মহলের প্রত্যাশার কাছাকাছি। শুধু টাকার অঙ্কেই নয়, বরাদ্দের হার বিবেচনায়ও গত ১০ বছরের মধ্যে এটা সর্বোচ্চ।

শিক্ষাবিদদের মতে, বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের জন্য শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ২০ শতাংশ হতে হবে। তবে নতুন অর্থবছরে বরাদ্দ বেশ বাড়ার বিষয়টিকে আশাব্যঞ্জক ও ইতিবাচক সূচনা হিসেবে দেখছেন তাঁরা। তাঁদের মতে, বরাদ্দ বাড়ায় এখন শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।

মোট বাজেটের ১৫.৬%

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৫২ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১৫.৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৯ হাজার ৩২৬ কোটি টাকা। তবে প্রকৃত বরাদ্দ ছিল ৩৪ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ২৬ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। মোট বরাদ্দ ৪৯ হাজার ৯ কোটি টাকা। অথচ চলতি অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৩১ হাজার ৬০৪ কোটি টাকা। তবে সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ বাড়ানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ বেড়ে হয় ২০ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে হয় ১৬ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা। দুই মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৭ হাজার ১০৬ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটের তুলনায়ও আগামী অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ছে ১১ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা। এ ছাড়া আগামী অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে দুই হাজার ৬৯ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এটি ছিল ৮০০ কোটি টাকা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে আগামী অর্থবছরের বরাদ্দ এক হাজার ৮৩৫ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল এক হাজার ৭০ কোটি টাকা।

আগামী অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ বিষয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি আমরা সব সময়ই চাই। তবে চলতি অর্থবছরে সেটা কমে গিয়েছিল। এবার সেটা বাড়ানো অত্যন্ত সঠিক ও যৌক্তিক পদক্ষেপ। আমাদের মতো জনবহুল ও পশ্চাৎপদ দেশের জন্য শিক্ষায় অন্তত ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখতে হবে। আশা করব, সরকার আগামীতে সেদিকেই যাবে। আসলে জনশক্তিকে উৎপাদনশীল করতে হলে শিক্ষায় বিনিয়োগই স্থায়ী বিনিয়োগ। তবে শুধু বরাদ্দ দিয়ে শিক্ষার মানের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ শিক্ষক। তবে এই বরাদ্দ যথাযথভাবে কাজে লাগালে মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ভেঙে পড়েছে, সেদিকটায় খেয়াল করতে হবে। অবশ্যই এই বরাদ্দ যথার্থ ব্যয় করতে হবে। এর যাতে কোনো অপচয় না হয় সেদিকে কঠোর নজর দিতে হবে।'

শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. মো. শরিফ উদ্দিন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রতিবছরই আমাদের শিক্ষার্থী বাড়ছে। অবকাঠামো বাড়াতে হবে। তাই বরাদ্দের বৃদ্ধিটাও এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকা উচিত। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষার বরাদ্দ যে নিম্নমুখী ছিল আগামী অর্থবছরে এর থেকে উত্তরণটা অবশ্যই পজিটিভ। তবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষা খাতে অবশ্যই জিডিপির ৬ শতাংশ অথবা মোট বরাদ্দের ২০ শতাংশ থাকা উচিত। সেখান থেকে আমরা পিছিয়ে আছি। বরাদ্দ যাই হয়েছে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হচ্ছে না। কোনোভাবেই দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া যাবে না।'